বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২১-২০২২

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং একই সাথে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে ২য় বারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে করে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখাসহ, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। ফলে গত ১৩ (তের) বছরে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী নির্দেশনায় দেশের নিম্ন আয়ের ১ কোটি পরিবারকে টিসিবি'র মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করছে। রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেদার ও লেদার গুডস, ফুটওয়্যার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাস্টিক সেক্টরকে পরিবেশ সম্মত উৎপাদন ও রপ্তানিতে অধিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, পণ্য পরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৬২টি পণ্য ২০৩টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে প্রথম দিকে রপ্তানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে ৬০.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য খাতে ৫২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার + সেবা খাতে ৮.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। রপ্তানি আয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের চেয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩৪.৪০%। কোভিড-১৯ এর কারণে রপ্তানি আয় প্রথম দিকে কমে গেলেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের জন্য ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য খাতে ৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার + সেবা খাতে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আগামী ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। এই প্রেক্ষিতে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভুটানের সাথে ইতোমধ্যে PTA স্বাক্ষর করেছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে এবং এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের অঙ্গীকার।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণসহ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকারের অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারবদ্ধ। তারই ধারাবাহিকতায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং বর্হিবিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া সময়োপযোগী নীতি সহায়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চাপে থাকা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩৪.৪০%। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাজার সুবিধা সম্প্রসারণেও এ মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ এর অংশ হিসেবে ই-কমার্সকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সার্বিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব

Expo 2020 Dubai-এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২ অর্থবছর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক

জনাব টিপু মুনশি এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

জনাব তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব মালেকা খায়রুন্নেছা	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহবায়ক
জনাব জিন্নাত রেহানা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ মাসুকুর রহমান সিকদার	মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	সদস্য
জনাব খন্দকার নূরুল হক	উপসচিব (অবা-৩)	সদস্য
জনাব তানিয়া ইসলাম	উপসচিব (রপ্তানি-২)	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া	পরিচালক-১ (উপসচিব) ডব্লিউটিও সেল	সদস্য
জনাব মোঃ সেলিম হোসেন	উপসচিব (এফটিএ-৫)	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৩)	সদস্য
জনাব তরফদার সোহেল রহমান	উপসচিব (টিও-১)	সদস্য
জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান	সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	সদস্য
জনাব এস. এম. রফিকুল ইসলাম	উপসচিব (প্রশাসন-৪)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

১২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৭ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণ

পিপলস্ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩৩/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ইমেইল: peoplesppt@gmail.com

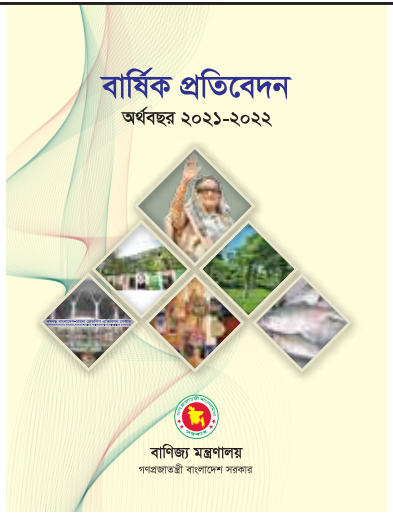

বার্ষিক প্রতিবেদন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অর্থবছর ২০২১-২০২২

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম		পৃষ্ঠা নম্বর
০১	ভূমিকা	----------	১১
০২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী	----------	১২
০৩	রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	----------	১২
০৪	**Allocation of Business of the Ministry of commerce:**	----------	১২

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১)	প্রশাসন অনুবিভাগ	----------	১৪-১৮
২)	রপ্তানি অনুবিভাগ:	----------	১৯-৪১
৩)	বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ	----------	৪২-৪৬
৪)	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল (WTO Cell) এর কার্যক্রম:	----------	৪৭-৪৯
৫)	আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ:	----------	৫০-৫৯
৬)	ট্রেড সার্পোট মেজার্স অনুবিভাগ (টিএসএম উইং):	----------	৬০-৬২
৭)	পরিকল্পনা সেল:	----------	৬৩-৬৬
৮)	ডিজিটাল কমার্স (ই-কমার্স) সেল:	----------	৬৭-৬৮
৯)	মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর দপ্তর:	----------	৬৯
১০)	মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:	----------	৭০-৮০

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিশ্বমন্দার ক্রান্তিলগ্নে, ২০০৯ সনে, বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে 'দিন বদলের সনদ'কে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণ এবং পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ ব-দ্বীপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চাপে থাকা অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার বাস্তবতার নিরিখে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিন বদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

"করোনা ভাইরাস জনজীবনকে স্থবির করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও আমরা বিকল্প পদ্ধতি অর্থাৎ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অবলম্বন করে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছি"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী:

সরকারি কার্যপ্রণালী বিধিতে বাণিজ্য এবং বাণিজের সাথে সম্পর্কিত ৩১ ধরণের কাজকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ কাজগুলো মূলত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান রাখা এবং সম্প্রসারণে সহায়তা, আমদানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা, পণ্য ও সেবা রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও রপ্তানির স্বার্থে দর কষাকষি করা, ব্যবসা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা, পণ্যের ট্যারিফ নির্ধারণ করা, বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা এবং বিসিএস (ট্রেড) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
- বাংলাদেশ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন
- আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
- যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর
- বাংলাদেশ চা বোর্ড
- ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
- বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

রূপকল্প (Vision): বিশ্ব বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সৃষ্টি করা

অভিলক্ষ্য (Mission): ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বাণিজ্য পদ্ধতির সহজীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা

Allocation of Business of the Ministry of commerce:

- Promotion and regulation of internal commerce
- Commercial intelligence and statistics and publication thereof
- Companies Act, Partnership Act, 1932, Societies Registration Act, 1860 and the Trade Organisations Ordinance, 1961
- Control and Organisation of Chamber of Commerce
- Price Advising Boards
- Accountancy including Chartered Accountancy
- Cost and management Accountancy
- Matter relating to vested and abandoned commercial properties
- Commercial Monopolies

- Price Control
- Export policies including protocols, treaties agreements and conventions bearing on trade with foreign countries
- Review export policies and programmes
- Regulation and control of import trade and policies thereof
- Trade delegation to and from abroad, overseas trade, exhibitions and trade representation in consultation with the Ministry of Foreign Affairs
- Purchase and supply of internal and external stores
- Transit trade through Bangladesh
- State Trading
- International Commodity Agreements
- Export promotion including administration of export credit guarantee scheme
- Tariff commission, tariff policy, tariff valuation, commonwealth tariff Preference, general and international agreements on tariff
- International trade organization including UNCTAD and GATT
- European Economic Community
- Quality control, standardization and marking of the agricultural products/animals products for the purpose of export
- Administration of Commercial Wings in Bangladesh missions abroad and appointment of officers and staff thereof
- Administration of B.C.S (Trade)
- Secretariat administration including financial matters
- Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry
- Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry
- All laws on subjects allotted to this Ministry
- Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry
- Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ:

মন্ত্রণালয়ের গঠন ও জনবল:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন, রপ্তানি, বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সেল, ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স এবং বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ রয়েছে। এ ০৭ (সাত) টি অনুবিভাগের অধীনে ১৩ (তের) টি অধিশাখা ৪৮ (আটচল্লিশ) টি শাখা রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত ৩৪৫ জন জনবলের বিপরীতে ২৫৪ জন কর্মরত আছে।

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
১	সচিব	১	১
২	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব	৮	১৬
৪	ইকোনোমিক মিনিস্টার (যুগ্মসচিব)	১	১
৫	উপসচিব (কমার্শিয়াল কাউন্সিলরসহ)	৩৫	৫০
৬	বাণিজ্য পরামর্শক	২	০
৭	সিস্টেম এ্যানালিস্ট	১	০
৮	প্রোগ্রামার	১	০
৯	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (প্রথম সচিবসহ)	৪০	২০
১০	উপপ্রধান	৩	২
১১	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	৪	০
১২	সহকারী বাণিজ্য পরামর্শক	৩	২
১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	২	১
১৪	সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	১	০
১৫	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০
১৬	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	০
১৭	গবেষণা কর্মকর্তা	১	০
১৮	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (মিশনসহ)	৫০	৩১
১৯	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মিশনসহ)	৩৩	২৩
২০	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
২১	প্রটোকল অফিসার	১	১
২২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (মিশনসহ)	২৯	২৭
২৩	কম্পিউটার অপারেটর	৯	৬
২৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (মিশনসহ)	২২	১৯
২৫	হিসাবরক্ষক	১	০
২৬	ক্যাশিয়ার	১	১
২৭	ক্যাশ সরকার	১	১
২৮	ফটোকপি অপারেটর	১	১
২৯	ড্রাইভার	৫	৫
৩০	অফিস সহায়ক	৭৩	৪৫
	মোট	৩৩২	২৫৪

(ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুবিভাগ ভিত্তিক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ:

(ক) ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১.২ ক্রমিকে সেবা সহজীকরণ কার্যক্রমের আওতায় পেনশন সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের পরিদপ্তর এবং যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন বিষয়ে উদ্ভাবিত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে;

(গ) সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স (TSM)' নামে একটি অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত অনুবিভাগের জন্য ক্যাডার/ নন-ক্যাডার মিলে মোট ১৪ (চৌদ্দ) টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে;

(ঘ) বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা হয়েছে;

(ঙ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

(চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০২১-২০২২ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ;

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

(ছ) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি (০১ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (০১ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২)		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯	২.৪৩৩৬১৬২	৯	০৩	০.২৩৪৯২	১৯ (পুরাতন ১৩+নতুন ৬)	৪৪.৯১০১৭০৫
২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	০	০	০৮	০	০	৯	১.০৬০০৭৯৭
৩	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	৯	১.০০৯৯	০৯	০৩	০.০০৪৩	৬	১.০০৫৬
৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৬৪	৫৬১.২৫	০	০৭	১১.৩০	৫৭	৫৪৯.৯৫
৫	বাংলাদেশ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন	০৬	০.২৩	০	০	০	০৬	০.২৩
৬	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০	০	০	০	০	১১	৪.৫৬
৭	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	০	০	১৪	৯	১.৩৭	২৯৩	১৬৩.৯৬
৮	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৩৮	১৬.৪৬০৭	০	১	০.০০০৫	৩৭	১৬.৪৬০২
৯	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	৬	১১৫.৪০	০৬	০১	০	০৫	১১৫.৪০
	সর্বমোট	১৩২	৬৯৬.৭৮৪২	৪৬	২৪	১২.৯০৯৭২	৪৪৩	৮৯৭.৫৩৬০৫

(জ) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৮	০১	০১	০৪	০৬	১২

(ঝ) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
	৬৫		৬৫	১৯

(ঞ) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে যে সকল বিষয়াদির উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো:

- নোট লিখন, নথি উপস্থাপনা ও সারসংক্ষেপ লিখন
- ই-ফাইলিং
- নথি শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
- তথ্য অধিকার
- উদ্ভাবনী কার্যক্রম
- সরকারি চাকরি আইন ২০১৮
- সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮

এছাড়া ৪র্থ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত কর্মশালা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪টি লার্নিং সেশন আয়োজন করা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত কর্মশালা উদ্বোধন করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

(ট) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০২১-২২		২০২১-২২		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	০.৩৯৪৩	-	০.০৩৭৮		
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৩২৮.০০৪৪	২৮৭.৫৩	২৯৭.০১৩৪	২৭২.৪০	+৯.৪৫%	+৫.২৬%
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(ঠ) প্রশাসনিক কার্যক্রম/সংস্কার:

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি পাটফর্ম সিস্টেম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নলিখিত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সমূহ চলমান রয়েছে:
  - ❖ কম্পোনেন্ট: বাজার মনিটরিং সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: ই-বিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: বিএফটিআই গবেষণা ও প্রতিবেদন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: চা বাগান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: অনলাইন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিশন, সার্টিফিকেশন এন্ড ক্লিয়ারেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: বাণিজ্য ও শুল্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: বাণিজ্য মেলা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: আর.জে.এস. সি রেজিস্টার্ড এনটিটি পোর্টাল এন্ড ডিজিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
  - ❖ কম্পোনেন্ট: ন্যাশনাল জি টু বি পোর্টাল; এবং
  - ❖ কম্পোনেন্ট: প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা।

(ড) অন্যান্য কার্যক্রম:

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের শতভাগ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের করোনা টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণসহ "No Mask, No Service" ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় অফিসে প্রবেশের সময় থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহার করে নিয়মিত তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে;
- সামাজিক দূরত্ব (৩ ফুট) বজায় রেখে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- অফিসে প্রবেশের সময় জীবাণুমুক্ত ট্যানেল স্থাপন করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনামূলক পরিপত্রের আলোকে সচেতন করা হয়েছে; এবং
- ZOOM Application Platform ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

(২) রপ্তানি অনুবিভাগ:

১। রপ্তানি আয়:

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৫১,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ৬০,০৮২.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা রপ্তানির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯.৭৩% এবং বিগত অর্থবছরের চেয়ে রপ্তানি আয় ৩৪.৩৮% বেশি। প্রথমবারের মতো দেশের রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিগত ১০ বছরের রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয়, রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয়ের শতকরা হারে রপ্তানি আয় নিম্নরূপ:

অর্থবছর	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)	আমদানি ব্যয়ের শতকরা হারে রপ্তানি আয়
২০১২-১৩	২৯৯৬৩.৬৬	৩৫৬৭৪.৮৪		৮৩.৯৯%
২০১৩-১৪	৩৩৪৩০.৫	৪২৮২৬.৪৭	১১.৫৭	৭৮.০৬%
২০১৪-১৫	৩৪৪১৯.৭৯	৪৪৫৯৫.৩৬	২.৯৬	৭৭.১৮%
২০১৫-১৬	৩৭৭৫২.০৮	৪৪২৩৮.৮৫	৯.৬৮	৮৫.৩৪%
২০১৬-১৭	৩৮৫০০.৫৫	৪৮৩১৮.৩৯	১.৯৮	৭৯.৬৮%
২০১৭-১৮	৪১২৫৪.৪৮	৫৯১৯৪.৯৬	৭.১৫	৬৯.৬৯%
২০১৮-১৯	৪৭০২৭.৭২	৬২৭১৫.৮৩	১৩.৯৯	৭৪.৯৯%
২০১৯-২০	৩৯৭৫৫.২৭	৫৫৬৩৪.৮৩	-১৫.৪৬	৭১.৪৬%
২০২০-২১	৪৫৩৬৭.১৯	৬১৬০৯.২০	১৪.১২	৭৩.৬৮%
২০২১-২২	৬০৯৭১.২৬	৯১৯৩২.২০	৩৪.৪০	৬৬.৩২%

২। রপ্তানি গন্তব্য: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২০৩টি দেশে ৭৬২ টি পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে;

৩। রপ্তানি নীতি ও পণ্য বহুমুখীকরণ:

- ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ প্রণীত হয়েছে। রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এ ২০২৪ সালের মধ্যে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য/খাতকে বিশেষভাবে নীতি সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এ ১৪টি পণ্য/খাত-কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত এবং ১৯টি পণ্য/খাত-কে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতে বিভক্ত করা হয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এ সকল খাতের অনুকূলে বিশেষ নীতি সুবিধা প্রদানের অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যসমূহের মূল্য প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি আয়ের বিপরীতে সর্বনিম্ন ২% হতে সর্বোচ্চ ২০% হারে নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে;
- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ, বাণিজ্যের টেকসই উন্নয়ন, শিল্পায়ন উৎসাহিতকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্য/খাত ভিত্তিক নীতিমালা এবং SOP প্রণয়ন করা হয়েছে;

    ক) জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও
    খ) স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১; এবং
    গ) স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনা পদ্ধতি নবায়ন।

- পণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি খাতের টেকসই উন্নয়নে Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্পের অধীন চামড়া এবং চামড়াজাত ও নন-লেদার পণ্যের উপর "Export Roadmap," চামড়া, প্লাস্টিক ও হালকা প্রকৌশল পণ্য খাতে কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক প্রণয়ন এবং টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;

- পণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর রপ্তানি সম্ভাবনাময় ১টি পণ্য/খাতকে "বর্ষ পণ্য (Product of the Year)" ঘোষণা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় আইসিটি পণ্য ও সেবা-কে বর্ষপণ্য-২০২২ ঘোষণা করা হয়েছে;

- রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে Export Development Fund (EDF) হতে ১% সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। EDF এর আকার ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৭.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নীত করা হয়েছে; এবং

- বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী খাত মূলত: আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য শুল্ক, বন্ড, রাজস্ব ও আর্থিক যে সকল নীতি সুবিধা ইতোমধ্যে ফলপ্রসূ হয়েছে তা অন্যান্য রপ্তানি খাতের অনুকূলে প্রদানে pursue করা হচ্ছে।

৪। বিদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও MOU স্বাক্ষর:

ক. রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিদেশে বাণিজ্যিক ডেলিগেশন প্রেরণ:

• ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ অস্ট্রেলিয়ার সাথে Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) স্বাক্ষরিত হয়। TIFA এর আলোকে Joint Working Group এর ১ম সভায় অংশগ্রহণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২০-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। সফরকালীন অস্ট্রেলিয়ায় বিদ্যমান Duty Free Quota Free (DFQF) market access অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানানো হয় এবং অস্ট্রেলিয়ান পক্ষ Duty Free Quota Free (DFQF) market access অব্যাহত রাখার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে;

২০-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মেয়াদে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম Joint Working Group (JWG) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের প্রতিনিধি দল উক্ত JWG-তে অংশগ্রহণ করেন

- দেশের বৈচিত্র্যময় পণ্য রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হালাল পণ্যের গুণগতমান নির্ধারণ ও কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ২৩-৩০ অক্টোবর ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল তুরস্ক সফর করে। প্রতিনিধিদল Turkish Ministry of Trade-এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে বৈঠকে মিলিত হয়। এছাড়া হালাল এক্রেডিটেশন অথরিটি (HAK), তার্কিস স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউট (TSI), স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যান্ড মেট্রোলজি ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক কান্ট্রি (SMIIC) ও প্রোডাক্ট অ্যাসুরেন্স এজেন্সি-এর উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল হালাল পণ্য ও খাদ্য প্রস্তুতকারক শিল্পকারখানা এবং গুণগতমান নির্ধারণ সংক্রান্ত টেস্টিং ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করে;

- উজবেকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ২৪-২৬ মার্চ ২০২২ মেয়াদে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল 1st Tashkent Investment Forum-এ অংশগ্রহণের জন্য উজবেকিস্তান সফর করেন। বর্ণিত সম্মেলনের অনুষ্ঠানস্থলে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণের সাথে বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশের সম্ভাবনাময় দিক তুলে ধরেন। এছাড়া বিনিয়োগ ফোরামে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আয়োজক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার ও সভায় অংশগ্রহণ করে। বিনিয়োগ সম্মেলনের পর ২৬ মার্চ ২০২২ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল উজবেক কটন ক্লাস্টার-এর সভাপতির আমন্ত্রণে সমরখন্দ সফর করেন এবং সমরখন্দ অঞ্চলের বিভিন্ন সরকারি ও ব্যবসায়ি নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠক করেন। ২৭ মার্চ ২০২২ বুখারা অঞ্চলের বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল বুখারা সফর করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। 1st TIIF-এ ৬২টি দেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদল যোগদান করে; এবং

২৪-২৬ মার্চ ২০২২ মেয়াদে উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত 1st Tashkent Investment Forum-এ উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি, মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি ও বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম

- স্পেনের আলমেরিয়া অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন, প্যাকেজিং, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা অর্জন ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৩-২৬ মে ২০২২ মেয়াদে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল স্পেন সফর করে।

খ. রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশী বাণিজ্যিক ডেলিগেশনের বাংলাদেশ সফরঃ

- বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর ২০২১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ঢাকাস্থ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ভি মান্টিটস্কি-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। রাশিয়ার জন্য রপ্তানিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সহজীকরণের এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ হতে প্রেরিত Modus Operandi বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান। তাছাড়া, বাংলাদেশী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ ও পাটজাতপণ্য, বহুমুখী পাটজাত পণ্য, হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব তুলে ধরেন। ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণে আলু ও তামাক রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। রাশিয়ান পক্ষ বাংলাদেশে রাশিয়ার বিনিয়োগ ও রপ্তানির বিষয়ে আলোকপাত করেন। রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডর ২০৩০ সালে অনুষ্ঠিতব্য EXPO 2030 মস্কোতে আয়োজনের আগ্রহ ব্যক্ত করে বাংলাদেশের সমর্থন প্রত্যাশা করেন এবং বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সহজীকরণের কার্যকর পদক্ষেপের বিষয়ে অনুরোধ জানাবেন মর্মে জানান। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ইউরোশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের FTA স্বাক্ষরে রাশিয়ার সর্বাত্মক সমর্থন প্রত্যাশা করেন;

- বাংলাদেশ ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দিল্লীস্থ ফিনল্যান্ড দূতাবাসের Counsellor (Economic & Commercial, Mr. Kimmo Siira)-এর নেতৃত্বে ফিনল্যান্ড প্রতিনিধিদলের সাথে যুগ্মসচিব (রপ্তানি-২) এর ০১ ডিসেম্বর ২০২১ দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফিনল্যান্ড প্রতিনিধিদল Telecommunication, Rail transport, Renewable energy খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে। ফিনিশ প্রতিনিধিদল সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া সাম্প্রতিক ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, ব্যবসায় পরিবেশ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারের নীতি এবং বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত এফডিআই-এর বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তুলে ধরেন।

  ২০২৬-এ বাংলাদেশের এলডিসি গ্রাজুয়েশন অর্জনের পর ইইউ জিএসপির জন্য সুইডিশ সমর্থনসহ বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য এবং বৈচিত্র্যময় পণ্যের মতো আরও পণ্য ও সেবা আমদানির বিষয়ে ফিনিশ প্রতিনিধিদলকে অনুরোধ জানানো হয়। এতদ্ব্যতীত, ফিনিশ বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৩টি হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়;

- বাংলাদেশ ও জার্মানি এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর হেড অব ডিভিশন অব সাউথ এশিয়া মিজ্ বারবারা শেফার্ড-এর নেতৃত্বে জার্মানির সরকারি-বেসরকারি উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২২ মার্চ ২০২২ তারিখ একটি সভায় মিলিত হন। মিস বারবারা শ্যাফার বাংলাদেশ ও জার্মানির বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়সহ বাণিজ্য, Green Technology, Solar Energy, Technology transfer এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতে সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র ও চলমান জার্মান প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি সদ্য প্রণীত German Due Diligence Supply Chain Act এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়নে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। জার্মান প্রতিনিধিদল তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের সক্ষমতা এবং দক্ষতার প্রশংসা করে।

২০২৬ সাল পরবর্তী বাংলাদেশের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় বিদ্যমান GSP সুবিধা অব্যাহত রাখা, বিশেষ করে product diversification, circular economy, sustainability এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জার্মান প্রযুক্তিগত ও নীতিগত সহায়তার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের রপ্তানিতে Ethical Price নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া জার্মান বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৩টি হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়;

- বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ঢাকাস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত H.E. ITO NAOKI এর ০৩ এপ্রিল ২০২২ একটি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাপানে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি এবং এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী DFQF Market Access এর সুযোগ অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। তিনি জাপানী বিনিয়োগকারীগণকে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্যও অনুরোধ জানান। উক্ত সভায় জাপানের রাষ্ট্রদূত জাপানে DFQF Market Access এর বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করেন; এবং

- বাংলাদেশ ও সুইডেন এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ সুইডিস রাষ্ট্রদূত মিজ্ আলেকজান্দ্রা বার্গ ফন লিন্ডে -এর নেতৃত্বে সুইডিশ কোম্পানি H&M-এর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর সাথে ১৭ মে ২০২২ তারিখ সাক্ষাত করেন। সুইডেনের রাষ্ট্রদূত দু'দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়নে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি circular manufacturing process ও green technology এর মাধ্যমে কারখানার পরিবেশ উন্নত করার সুপারিশ করেন। H&M-এর প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের বাণিজ্যিক অংশীদার হতে পেরে গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। H&M 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশ হতে পণ্য সংগ্রহ দ্বিগুণ করবে বলে আগ্রহ ব্যক্ত করে। সিনিয়র সচিব তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী বিদ্যমান ইইউ জিএসপি অব্যাহত রাখার জন্য সুইডিশ সমর্থনসহ circular manufacturing process, green technology and 4th Industrial Revolution-এ প্রযুক্তিগত সহায়তার বিষয়ে সুইডিশ প্রতিনিধিদলকে অনুরোধ জানানো হয়। সুইডিশ বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৩টি হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৫। কর্মাশিয়াল উইং স্থাপনের কার্যক্রম:

- ব্যাংককস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে এ বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনাপত্তি প্রদান করেছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- তুরস্কে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, আংকারায় বাণিজ্যিক উইং সৃজনের নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনাপত্তি প্রদান করেছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের বিষয়ে অর্থ বিভাগ অসম্মতি প্রদান করেছে। এ অর্থ বছরে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

- মায়ানমার হতে ব্রাসিলিয়াতে বাণিজ্যিক উইং স্থানান্তরের নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনাপত্তি প্রদান করেছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;

- মেক্সিকো সিটিতে বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনাপত্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে; এবং

- আফ্রিকা মহাদেশের কোন দেশটিতে বাণিজ্যিক উইং সৃজিত হলে বাংলাদেশ সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। তৈরি পোশাক খাতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত হতে অর্জিত হয়। এই খাতকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড উপখাত গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এ খাতে প্রায় ৪.১ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মরত যার অধিকাংশই নারী। নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের সাথে বেশ কিছু নীতিগত সহায়তা ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে, ২০২১-২২ অর্থবছরে তৈরি পোশাক হতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪২.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে ৩৫.৪৭% বেশি এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৮১.৮১%। ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ইউরোপীয় ইউনিয়নের Everything But Arms (EBA) Mission মার্চ ২০২২ সময়ে বাংলাদেশ সফর করে। সফরকালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সাথে বাংলাদেশ সরকারপক্ষের প্রতিনিধিদলের (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর) ১৪ মার্চ ২০২২ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়;

- বাংলাদেশ সরকারের ৩ জন সচিব (বাণিজ্য সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এবং পররাষ্ট্র সচিব) এবং ঢাকাস্থ ৫টি দেশের বৈদেশিক মিশনের রাষ্ট্রদূত (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও ইইউভুক্ত অন্য যে কোনো একটি দেশের রাষ্ট্রদূত) ও আইএলও-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের ৩+৫+১ ফোরামের এক সভা ৩০ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং ইইউ পক্ষে ঢাকাস্থ ইইউ ডেলিগেশনের রাষ্ট্রদূত যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। সভায় শ্রমিক অধিকার বিষয়ে গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়;

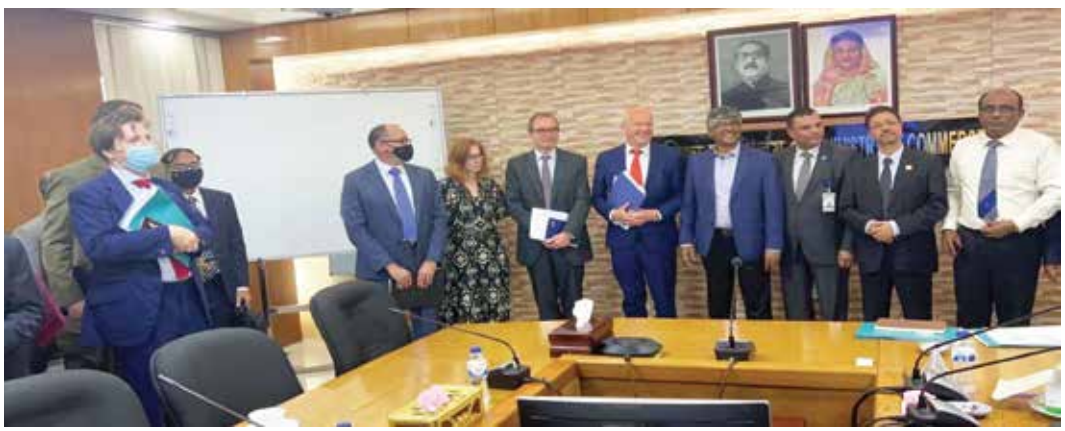

৩০ জুন ২০২২ অনুষ্ঠিত ৩+৫+১ ফোরামের সভা শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ

২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)-এ পণ্য রপ্তানির পরিমাণ বারচার্টে প্রদর্শন করা হলো:

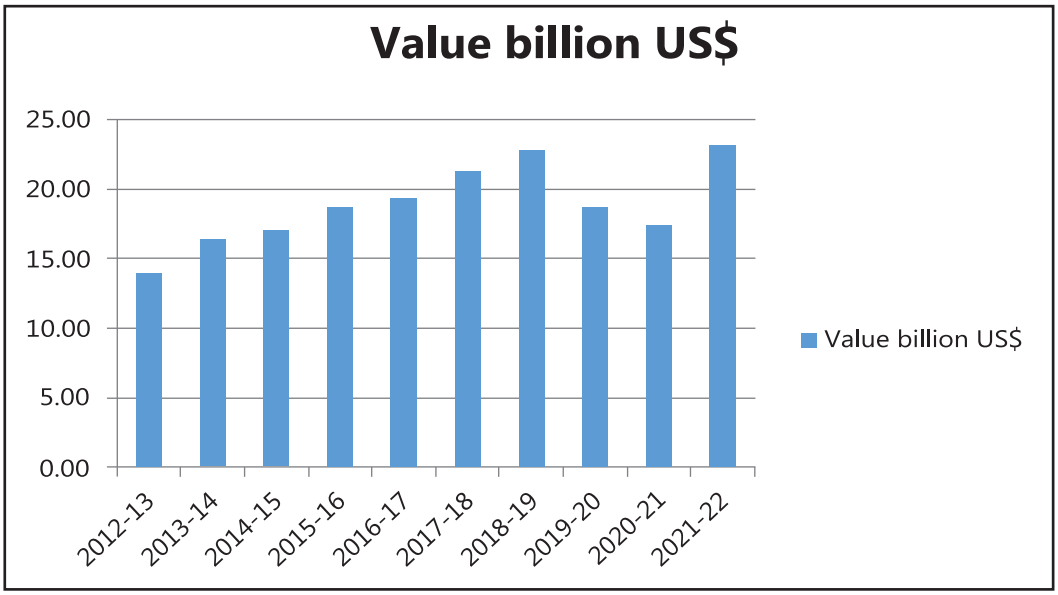

- রপ্তানিমুখী নীট গার্মেন্টস-এ সূতা থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে পোশাক তৈরিতে নির্ধারিত অপচয়ের হার ১৬% হতে যথাক্রমে Basic Knit-এ সর্বোচ্চ ২৯%, Special Item-এ সর্বোচ্চ ৩২% এবং Sweater and socks-এ সর্বোচ্চ ১৬% পুনঃনির্ধারণ করে জুলাই ২০২১ সময় থেকে কার্যকর করে পত্র জারি করা হয়;

- তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ওভেন, নীট ও সোয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপায়েন্স নর্মস প্রোডাকশন পানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এর উপর ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১২০০ জন শ্রমিককে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এনডাওমেন্ট ফান্ড হতে ৭৭,৫৬,১৪০ টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-এর সাথে ইপিবি'র মধ্যেকার বিদ্যমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় তা ২৮ জুন ২০২২ তারিখে পুনরায় ৩ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে;

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান

শ্রমিক/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-এর সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র মধ্যকার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

- তৈরি পোশাক খাতে দক্ষ মিড লেভেল ম্যানেজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬ মাস মেয়াদি ডিপোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি-এর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে (PGD) in "Garments Business Management", (PGD) in "Industrial Engineering and Manufacturing System" Ges (PGD) in "Supply Chain Management" বিষয়ে ০৩ (তিন) টি ব্যাচে মোট ৭৫ জন মিড লেভেল ম্যানেজারদের প্রফেশনাল ডিপোমা কোর্সে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। এ বাবদ প্রতি কোর্সে ৩০,১৮,৭৫০/- (ত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা করে সর্বমোট (৩০,১৮,৭৫০x৩)= ৯০,৫৬,২৫০ (নব্বই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর উপস্থিতিতে মিড লেভেল ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি-এর সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৭। সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড বিতরণ:

রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ এর আলোকে সরকার দেশের বিশিষ্ট রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীগণকে প্রতিবছর পণ্য রপ্তানি ও ট্রেড ক্যাটাগরীতে সিআইপি (রপ্তানি) সম্মাননা প্রদান করে আসছে। সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী সিআইপি (পণ্য রপ্তানি) ক্যাটাগরীতে ২২টি পণ্যখাতে ১৪০ জন ও পদাধিকার বলে সিআইপি (ট্রেড) ক্যাটাগরীতে ৪৮ জনসহ সর্বমোট ১৮৮ জনকে সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন করার বিধান রয়েছে। সর্বশেষ ২০ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে ১৩৮ জনকে পণ্য রপ্তানি ক্যাটাগরীতে এবং ৩৮ জনকে ট্রেড ক্যাটাগরীতে সর্বমোট ১৭৬ জনকে সিআইপি (রপ্তানি)-২০১৮ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

সিআইপি (রপ্তানি) ২০১৮ কার্ড প্রদান অনুষ্ঠান

সিআইপি (রপ্তানি) ও সিআইপি (ট্রেড)-২০১৮ কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কার্ড বিতরণ করেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

৮। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি:

রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং রপ্তানির প্রকৃতি ও পরিমাণের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবা রপ্তানিতে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং উক্তরূপ কার্যে নিয়োজিত সংস্থার উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান এবং বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, তাঁদেরকে যথোপযুক্ত সম্মাননা প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় রপ্তানিট্রফি প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় রপ্তানিট্রফি নীতিমালা- ২০১৩ অনুযায়ী ৩২টি খাতে রপ্তানিট্রফি প্রদান করার বিধান রয়েছে। সর্বশেষ গত ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখে ৬৫ টি প্রতিষ্ঠানকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানিট্রফি এবং সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিকে ১টি প্রতিষ্ঠানকে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানিট্রফি" প্রদান সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। গত ০৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে জাতীয় রপ্তানিট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান করা হয়েছে।

০৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে জাতীয় রপ্তানিট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে রপ্তানিট্রফি অর্জনকারীদের হাতেট্রফি তুলে দিচ্ছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠান

০৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

৯। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ এবং Expo 2020 Dubai-তে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ:

- ২৬ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২২ আয়োজন:
  - ❖ পূর্বাচলে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ০১-৩১ জানুয়ারি ২০২২ মাসব্যাপী প্রথমবারের মত ২৬ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে;
  - ❖ বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ২৩টি প্যাভিলিয়ন, ২৭টি মিনি প্যাভিলিয়ন, ১৬০টি স্টল এবং ১৫টি ফুড স্টলসহ সর্বমোট ২২৫টি দেশী-বিদেশি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে;
  - ❖ ৪টি বিদেশী মিনি-প্যাভিলিয়ন এবং ০৬টি বিদেশী স্টল নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও কোরিয়া মেলাতে অংশগ্রহণ করেছে;
  - ❖ বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল/প্যাভিলিয়ন ও অন্যান্য ইজারা কাজের বরাদ্দ বাবদ মোট আয় হয়েছে =১৯,২৮,৬৭,৮২১/- (উনিশ কোটি আটাশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশত একুশ) টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্সসহ);
  - ❖ বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল/প্যাভিলিয়ন ও অন্যান্য ইজারা কাজের বরাদ্দ বাবদ সরকারি রাজস্ব আদায় হয়েছে = ৩,২২,৬৬,৩৭২/- (তিন কোটি বাইশ লক্ষ ছিষট্টি হাজার তিনশত বাহাত্তর) টাকা;
  - ❖ রপ্তানি অর্ডার পাওয়া গেছে: ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এবং
  - ❖ মোট পণ্য বিক্রয় (আনুমানিক): ৪০ কোটি টাকা।

০১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২২ এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি

০১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২২ এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি

• বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ:

বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নেবর্ণিত বাণিজ্য মেলাসমূহে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে:

Outcome of the Participation in International Fairs During the FY 2021-2022

Sl No.	Name of the Fair	Number of exhibiting company	Spot order received	Potential order received	Total	Remarks
1.	Texworld and Apparel Sourcing/ Leather world and Denim, Paris, France 05-08 July, 2021	01	00	.01	.01	ভার্চুয়াল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
2.	Texworld/International Apparel Sourcing/Home Textile Sourcing, USA 20-22 July, 2021	01	00	.10	.10	ভার্চুয়াল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
3.	Men's Apparels Guild in California, (MAGIC), Las Vegas, USA 02 August to 01 October, 2021 (ভার্চুয়াল) 08-11, August, 2021 (ফিজিক্যাল)	01 (ভার্চুয়াল) 15 (ফিজিক্যাল)	00	.20	.20	ভার্চুয়াল এবং ফিজিক্যাল উভয় ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
4.	Apparel Textile Sourcing Canada (ATSC), Toronto, Canada 14-16 September, 2021	02	00	.10	.10	ভার্চুয়াল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
5.	Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo International Cooperation and Exchange Area 2021, China 24-26 September, 2021	06	00	00	00	ভার্চুয়াল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
6.	Dubai Expo-2020 01 October, 2021 to 31 March, 2022	00	00	00	00	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
7.	Anuga Food Fair 2021, Germany 09-13 October, 2021	07	00	1.5	1.5	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
8.	India International Trade Fair (IITF), New Delhi, India 14-27 November, 2021	05	00	.1	.10	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

9.	International Apparel & Textile Fair, Dubai, UAE 28-30 November, 2021	23	00	.1	.10	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
10.	India International Mega Trade Fair, Kolkata, India 17 December, 2021 to 02 January, 2022	27	0.34	0.44	0.78	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
11.	Texworld (and The International Apparel Sourcing Show), France 07-09 February, 2022	06	00	1.00	1.00	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
12.	Men's Apparels Guild In California (MAGIC), Las Vegas, USA 13-16 February, 2022	10	1.15	34.55	35.7	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
13.	Gulfood, Dubai, UAE 13-17 February, 2022	48	00	76	76	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
14.	Internaitonal Healthcare, Medical & Pharma Exhibition "Ethio Health 2022)", Ethiopia, 03-05 March, 2022	10	0.05	1.00	1.05	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
15.	SIAL Canada 20-22 April, 2022	04	02.00	05.0	07.00	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
16.	Seafood Expo Global-2021 Barcelona, Spain, 26-28 April, 2022	09	06.00	12.8	18.80	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
17.	Nepal Chamber Expo 2022, Nepal 16-20 June, 2022	32	0.05	0.10	0.15	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
18.	Techtextil Frankfurt 2022, Germany. 21-24 June, 2022	04	01.10	2.00	3.1	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
19.	Heimtextil-2022, Frankfurt, Germany 21-24 June, 2022	05	.50	1.00	1.50	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
20.	12th Malaysia Gifts Fair, Malaysia. 22-24 June, 2022	08	.30	.80	1.10	ফিজিক্যাল ফরমেটে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
	Total:	**227**	**11.49**	**136.71**	**148.20**	

০৩-০৫ মার্চ ২০২২ মেয়াদে Ethio Health Exhibiton & Congress অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

- দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাণিজ্য মেলা আয়োজনে সহায়তাকরণ:

দেশের অভ্যন্তরে ২৩ টি আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাণিজ্য মেলা আয়োজনে সহায়তা করা হয়েছে। যথা:

ক্রমিক	বিষয়	সময়কাল
১	Source Bangladesh ভার্চুয়াল মেলা	১৫-২১ নভেম্বর ২০২১
২	০১-৩১ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন	০১-৩১ জানুয়ারি ২০২২
৩	নারী উদ্যোক্তাগণের দ্বারা তৈরি পণ্যের মেলা	০৭-০৯ এপ্রিল ২০২২
৪	রমজান মাসব্যাপী মেলা আয়োজন	১৩ এপ্রিল -১২ মে ২০২২
৫	মাসব্যাপী কুটির শিল্প মেলা	১৩ এপ্রিল -১২ মে ২০২২
৬	নারী উদ্যোক্তাগণের দ্বারা তৈরি পণ্যের মেলা	২১-২৩ এপ্রিল ২০২২
৭	12th Edition of Bangladesh Denim Expo	১০-১২ মে ২০২২
৮	২৯তম চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	১৫ মে- ১৪ জুন ২০২২
৯	10th Agro Tech Bangladesh	২৬-২৮ মে ২০২২
১০	Kitchen & Bath Expo	০২-০৪ জুন ২০২২
১১	Dhaka Travel Mart-2022 Int. Show	০২-০৪ জুন ২০২২
১২	১৪তম বাংলাদেশ ফ্যাশন কার্ণিভাল-২০২২	০৯-১১ জুন ২০২২
১৩	2nd Intex South Asia Bangladesh	১৬-১৮ জুন ২০২২
১৪	মেডিক্যাল এন্ড হেলথকেয়ার এক্সপো	১৬-১৮ জুন ২০২২
১৫	কুটির শিল্প মেলা	১৭-১৮ জুন ২০২২
১৬	Best of India	২৩-২৫ জুন ২০২২
১৭	Dhaka Motor Show-2022	২৩-২৫ জুন ২০২২
১৮	6th Dhaka Bike Show-2022	২৩-২৫ জুন ২০২২
১৯	4th Dhaka Auto Commercial Show-2022	২৩-২৫ জুন ২০২২
২০	কুটির শিল্প মেলা	২৪-২৫ জুন ২০২২
২১	দেশীয় পণ্যের প্রদর্শনী	২৪-২৫ জুন ২০২২
২২	শ্রেয়া ঈদ রিগেইল-২০২২	২৪-২৫ জুন ২০২২
২৩	কুটির শিল্প ও দেশীয় বস্ত্রাদির প্রদর্শনী	২৪-২৫ জুন ২০২২

- **ছয় মাসব্যাপী Expo 2020 Dubai-এ অংশগ্রহণ:**

বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, সাফল্য, অর্জন, উৎপাদিত পণ্য, উদ্ভাবন, জাতীয় ব্র্যান্ড, পর্যটন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্ভাবনা ও সংস্কৃতি এবং ইতিবাচক বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিবেশ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে ০১ অক্টোবর ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ মেয়াদে Expo 2020 Dubai-এ বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ভাড়া করা নিজস্ব প্যাভিলিয়ন নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

Expo 2020 Dubai-এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন

❖ ৮ মার্চ ২০২২ এক্সপো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফর এক্সপো কর্তৃপক্ষ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার কর্তৃক যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ২০২২ উপলক্ষ্যে ০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে Dubai Expo-এ আয়োজিত Redefining the Future of Women শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখেন। সফর কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ২৪ জন মাননীয় মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন;

০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি Expo 2020 Dubai-এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন

❖ Expo 2020 Dubai-এ Bangladesh National Day উদযাপিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০২১। Al Wasl Plaza-তে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর নেতৃত্বে সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও Expo 2020 Dubai এর Director General রীম আল হাশমী। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এবং নাজিব মোহাম্মদ আল-আলী, Executive Director, Commissioner General Office, Expo 2020 Dubai অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। শেষে শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ একটি সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে উভয় দেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে প্রবাসী বাংলাদেশি নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে এক্সপো প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্যারেড সমগ্র এক্সপো প্রদক্ষিণ করে। অপরাহ্নে Al Wasl Garden-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে;

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ Expo 2020 Dubai-এ Bangladesh National Day উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে এক্সপো প্যারেড সমগ্র এক্সপো প্রদক্ষিণ করে।

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ Expo 2020 Dubai-এ Bangladesh National Day উদযাপন উপলক্ষ্যে Al Wasl Garden-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

❖ ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ সকালে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এম পি এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল Expo 2020 Dubai এর মূল ফটক আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়। বিষয়টি এক্সপো কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সাথে প্রচার করে।

১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল Expo 2020 Dubai এর মূল ফটক আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়।

১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল Expo 2020 Dubai এর মূল ফটক আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়ার মূহুর্ত।

এদিন Country Business Briefing উপলক্ষে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবেশ এবং বিনিয়োগের আকর্ষণীয় দিক অন্যান্য দেশের Business Delegation এর সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়;

Expo 2020 Dubai-এ বাণিজ্য পরিবেশ এবং বিনিয়োগের আকর্ষণীয় দিক অন্যান্য দেশের Business Delegation এর সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি।

- ❖ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন সময়ে ২৪টি সভা/সেমিনার আয়োজন করে;
- ❖ CEO Club, UAE ভিত্তিক একটি corporate membership-based club বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ২টি সেমিনার আয়োজন করে;
- ❖ FBCCI এর ৪০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল Expo 2020 Dubai উপলক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করে। এ সফরে FBCCI I UAE FCCI, FBCCI I Dubai Chamber এবং FBCCI I Bangladesh Business Council, Dubai এর মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ Expo 2020 Dubai পরিদর্শন করে;
- ❖ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন ও Al Wasl Plaza- তে ৭টি Cultural Program আয়োজন করে;
- ❖ সংযুক্ত আরব আমিরাতের নিম্নবর্ণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন:

H.E. Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of the Interior;

H.E. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates;

H.E. Ahmed Ali Al Sayegh, Minister of State, United Arab Emirates;

H.E. Reem Al Hashimy, Minister of State for International Cooperation, United Arab Emirates;and

H.E. Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director, Expo 2020 Dubai Commissioner- General Office.

❖ বিভিন্ন দেশের নিম্নবর্ণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন:

H.E. Alexei Gruzdev, Deputy Minister of Ministry of Industry and Trade of Russia and Commissioner General of the Russia Pavilion visited on 12.2.2022;

Former number one German Tennis Player of the World, Mr. Boris Backer visited Bangladesh Pavilion on 29 December 2021;

২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সাবেক জার্মান টেনিস তারকা বরিস বেকার বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন।

Maj. Gen. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Yahya, Director General of Passports, KSA visited on 25 March 2022; and

Commissioner General of KSA Pavilion, Mr. Hussain Hanbazazah visited on 24 January 2022.

❖ ছয় মাসব্যাপী এক্সপোতে বিপুল সংখ্যক বিদেশী দর্শনার্থী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, পর্যটক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করে বাংলাদেশের উন্নয়ন, অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং এসব বিষয়ে গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। পাট ও চামড়া থেকে বিশেষ নকশায় উৎপাদিত দৃষ্টিনন্দন পণ্যাদি বিদেশী উদ্যোক্তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে।

Expo 2020 Dubai এর আরও কিছু আলোকচিত্র

০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি
Expo 2020 Dubai-এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন

০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি
Expo 2020 Dubai- এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন

০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি Expo 2020 Dubai-এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এঁর উপস্থিতিতে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর নিকট শুভেচ্ছা স্মারক হস্তান্তর করছেন H.E. Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director, Expo 2020 Dubai Commissioner General Office.

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি Expo 2020 Dubai-এ
বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন

Expo 2020 Dubai-এ বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এবং H.E. Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director, Expo 2020 Dubai Commissioner General Office সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

Expo 2020 Dubai-এ বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এবং H.E. Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director, Expo 2020 Dubai Commissioner General Office সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

Expo 2020 Dubai পরিদর্শন করছেন বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

(৩) বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ:

(ক) দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ):

(১) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) নীতি ২০২২ প্রণয়ন:

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বছরে এ অর্জন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। এ অর্জন বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ এবং বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির পাশাপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করবে। যার মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পণ্য রপ্তানিকালে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা এবং relaxation of country of origin নির্ধারণের শর্ত হারানো অন্যতম। এর ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যকে ঐ সব দেশের বাজারে প্রবেশের সময় সাধারণভাবে আরোপিত শুল্কের সম্মুখীন হতে হবে। যার ফলে ঐ সকল দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সংকোচনের আশঙ্কা রয়েছে। এই সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) সহ Regional Trade Agreement (RTA) সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিদ্যমান Free Trade Agreement (FTA) Policy Guideline-টি প্রণয়ন করা হয়েছিলো ২০১০ সালে যা বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান নীতিটি যুগোপযোগী করে "RTA Policy 2022" প্রণয়ন করা হয়েছে। RTA Policy 2022-তে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে World Trade Organization (WTO)'র বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা, পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, কমপ্লায়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপ্তি, সম্ভাবনাময় দেশ ও ব্লক নির্বাচনে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন পরিচালনার কৌশল গ্রহণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সময় নেগোসিয়েশনের সুবিধার্থে Preferential Trade Agreement (PTA) ও Free Trade Agreement (FTA)-এর Template প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই: বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটের আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আরটিএ নীতি ২০২২ অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রস্তাবিত সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) এর যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। চীনের সাথে FTA স্বাক্ষরের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-জাপান FTA সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনও চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, এই অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত Mega-RTA, RCEP-এ যোগদান করার বিষয়ে সম্ভব্যতা যাচাই করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের বিষয়ে এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) বাণিজ্য সম্প্রসারণে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সভা আয়োজন ও যোগদান:

(১) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় গত ৪ মার্চ ২০২২ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের পাটজাত পণ্য ও অন্যান্য পণ্যের উপর ভারত সরকার কর্তৃক আরোপিত Anti-dumping duty প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন tariff ও non-tariff barrier সহজীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়। এতে আশা করা যাচ্ছে যে, দু' দেশের মধ্যে বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতে পণ্যখাতে রপ্তানি হয়েছে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৫ শতাংশের চেয়েও বেশী;

০৪ মার্চ ২০২২ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা

(২) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ এ বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে Terms of Reference (ToR) between India-Bangladesh CEO's Forum স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে এফবিসিসিআই- এর সভাপতিকে Co-Chairman করে বিভিন্ন সেক্টরের সমন্বয়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ পক্ষের কমিটি গঠন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। এ ফোরাম গঠনের মাধ্যমে দুই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। ফলে তারা দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে দুদেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারবে;

(৩) রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী গত ৩১ মে ২০১৯ রাশিয়ার মস্কোতে Eurasian Economic Commission (EEC)- এর সাথে "Memorandum of Cooperation between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Eurasian Economic Commission" স্বাক্ষর করেন। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় গঠিত Working Group (WG)- এর প্রথম সভা গত ৩০ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ২০২১ EEC-এর সদর দপ্তর রাশিয়ার মস্কো-তে অনুষ্ঠিত হয়। Working Group (WG)-এর সভায় বাংলাদেশ ও Eurasian Economic Union (EAEU)- এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তরিত আলোচনা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শুল্ক ছাড় প্রক্রিয়া সহজীকরণের বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেল কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথেও আলোচনা করা হয়।

৩০ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ ও Eurasian Economic Union (EAEU)-এর মধ্যে Working Group (WG) এর সভা

(৪) বাংলাদেশ-ভুটান Joint Working Group (JWG) meeting on Transit Agreement and its Protocol এর ৩য় সভাটি ১-২ জুন ২০২২ সম্পন্ন হয়। সভায় বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে Protocol to the Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Royal Government of Bhutan এর খসড়া, স্বাক্ষরের লক্ষ্যে চূড়ান্ত করা হয়।

০১-০২ জুন ২০২২ মেয়াদে Bangladesh-Bhutan 3rd Joint Working Group Meeting-এ উপস্থিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

খসড়াটি বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। উক্ত এগ্রিমেন্ট এবং প্রোটোকলটি কার্যকর হলে বাংলাদেশ ভুটানের মধ্যে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হবে; এবং

(৫) চীনের বাজারে ৯৮% বাংলাদেশী রপ্তানি পন্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিনিময়পত্র (Letter of Exchange) হস্তান্তর করা হয়। এর ফলে চীনে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে চীন কর্তৃক ৯৮% বাংলাদেশি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা কার্যকর করা হয়েছে।

(৪) আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ:

(১) D-8 Preferential Trade Agreement (PTA)- এর আওতায় শুল্ক ছাড় সুবিধা কার্যকর করার লক্ষ্যে পণ্য তালিকা ও সার্টিফিকেট অব অরিজিন মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে SRO জারী করা হয়েছে। এর ফলে D-8- ভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশ শুল্ক ছাড় সুবিধার আওতায় পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করতে পারবে। তাছাড়া, D-8 সচিবালয় কর্তৃক আয়োজিত বেশ কয়েকটি ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে D-8 Draft Trade Facilitation Strategy Paper এবং D-8 Draft Dispute Settlement Mechanism চূড়ান্ত করা হয়েছে;

(২) OIC সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তি এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রণীত Protocol এবং Rules of Origin (RoO) চুক্তিগুলো বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। ২৪-২৫ নভেম্বর ২০২১- এ অনুষ্ঠিত OIC-ভুক্ত দেশসমূহের ৩৭ তম মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্সে TPS-OIC ১ জুলাই ২০২২ থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ OIC- ভুক্ত দেশসমূহকে ৪৭৮ টি পণ্যের উপর শুল্ক ছাড় সুবিধা প্রদান করেছে। এটি কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পক্ষ হতে কাস্টমস নোটিফিকেশন (SRO no - 251) সম্পন্ন হয়েছে;

২৪-২৫ নভেম্বর ২০২১ মেয়াদে COMCEC এর 37th Ministerial Session এ অংশগ্রহণ করেন
মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

এটি কার্যকর হওয়ায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ রুলস অব অরিজিনের ৩০% মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সদস্য দেশসমূহে অধিক পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। তাছাড়া, OIC এর Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) এর Trade Working Group এর সভায় বাংলাদেশ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে;

(৩) ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে European Union-Bangladesh Business Climate Dialogue- এর সর্বশেষ ৭ম সভা ২৩ জুন ২০২২ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে;

২৩ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত European Union- Bangladesh Business Climate Dialogue অনুষ্ঠানে উপস্থিত
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

(৪) Common Fund for Commodities (CFC) বিশ্বের ১০১ টি সদস্য দেশ ও ০৯টি প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি Intergovernmental প্রতিষ্ঠান। CFC এর সদস্যের দেশসমূহের সমন্বয়ে মোট ২৫টি Constituency গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ Constituency-1 এর সদস্য। CFC, সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ CFC Governing Council এ সদস্য হিসেবে সংস্থার নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বর্তমানে CFC Governing Council এর Managing Director নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জনাব নূর মোঃ মাহবুবুল হক ২০২২-২৩ মেয়াদে CFC এর Constituency-1 এর Executive Director পদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

(৫) বর্ডার হাট:

দুর্গম বর্ডার এলাকায় বসবাসরত দুই দেশের জনগোষ্ঠীর নিকট পণ্য বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ও সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মোট ০৪ (চার)টি বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে আরও ০৩ (তিন)টি নতুন বর্ডার হাট (Baganbari-Ryngkua, Saydabad-Nalikata এবং Bholaganj-Bholaganj) উদ্বোধন করা হয়। তাছাড়া, উভয় দেশের সীমান্তে আরও ০৯ (নয়) টি বর্ডার হাট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কুরমাঘাট (মৌলভীবাজার)-কমলপুর (ধলই), ত্রিপুরা বর্ডার হাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলাধীন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কুরমাঘাট (মৌলভীবাজার)-কমলপুর (ধলই), ত্রিপুরা বর্ডার হাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বর্ডার হাট স্থাপনের ফলে সীমান্ত এলাকার জনগণের জন্য পণ্য ক্রয় বিক্রয় সহজতর হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য কমে আসছে।

(৪) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল (WTO Cell) এর কার্যক্রম:

(১) ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (এনটিএফসি)

বাণিজ্য সম্প্রসারণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত National Trade Facilitation Committee (NTFC) বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় সাধনের কাজ করে থাকে। বিভিন্ন প্রকল্প এবং এনটিএফসি ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর মাধ্যমে এ কমিটি কর্তৃক ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ কমিটির চেয়ারপার্সন এবং মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কমিটির কো-চেয়ারপার্সন। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটির ৫ম ও ৬ষ্ঠ সভায় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সভায় ডাব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ক্যাটাগরি সি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(২) দ্বাদশ ডাব্লিউটিও মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স-২০২২:

গত ১২-১৬ জুন ২০২২ তারিখে জেনেভায় WTO এর দ্বাদশ মিনিস্টেরিয়াল সম্মেলনে বাংলাদেশ হতে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনটি কোভিড-১৯ পরবর্তী সংকট, অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উল্লেখ্য, কনফারেন্সের সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় এবং বিভিন্ন দেশ ও গ্রুপের বিভিন্ন প্রস্তাবনার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের জন্য ডাব্লিউটিও সেল কর্তৃক অংশীজনদের নিয়ে বিভিন্ন মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। TRIPS Waiver, Elimination of AMS beyond De minimis, EU's proposal on Environment, Trade Facilitation, Net Food Importing Developing Countries ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করে কনফারেন্সের পূর্বে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনকে অবহিত করা হয়।

মিনিস্টেরিয়াল চলাকালে বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সিঙ্গাপুর ও নেপালের বাণিজ্য মন্ত্রী, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্রেড কমিশনার এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক সভাও করেন। উল্লেখ্য, কনফারেন্সের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন সভা আয়োজন করে কনফারেন্সের সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় এবং বিভিন্ন দেশ-গ্রুপের বিভিন্ন প্রস্তাবনার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়।

(৩) দ্বাদশ ডাব্লিউটিও মিনিস্টেরিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

সম্মেলনে সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশ হতে যেসব দেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে সে সব দেশের সফল উত্তরণের নিমিত্ত নানাবিধ বাণিজ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহযোগিতার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইনে সুবিধা দেয়া প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের জন্য গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ আরও কিছু সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পথ সুগম করেছে।

ডাব্লিউটিও এর দ্বাদশ মিনিস্টেরিয়াল সম্মেলনে ডাব্লিউটিও এর বিভিন্ন চুক্তির আওতায় উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য স্পেশাল এবং ডিফারেনসিয়াল ট্রিটমেট প্রদানের বিষয়ে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। সম্মেলনে ডাব্লিউটিও সদস্য দেশসমূহ যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সকল সদস্য দেশ ডাব্লিউটিও এর রিফর্ম এর বিষয়ে একমত হয়েছেন যেখানে বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ে স্বচ্ছতা ও সকলের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সকল সদস্য দেশের স্বার্থ নিশ্চিত করা হবে মর্মে সকলে সম্মত হয়েছেন।

মানবিক উদ্দেশ্যে World Food Programme এর অবাণিজ্যিক খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের ওপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, দ্বাদশ মিনিস্টেরিয়াল সম্মেলনে মৎস্য খাতে ভর্তুকির বিষয়ে একটি চুক্তি অনুমোদিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing এবং overfished stock-এ মাছ ধরার জন্য কোন ভর্তুকি প্রদান করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ কর্তৃক এ চুক্তির কোন ব্যত্যয় হলে অন্যান্য দেশসমূহ দেশটির পরিস্থিতি বিবেচনা করে মামলা দায়ের করা থেকে বিরত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কোভিড-১৯ এবং ভবিষ্যত মহামারী মোকাবেলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে TRIPS চুক্তির আর্টিকেল ৬৬.২ (টেকনোলজি ট্রান্সফার) এর প্রতি উন্নত সদস্য দেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এবং ভবিষ্যতে মহামারী চলাকালীন স্বাস্থ্য এবং আইসিটি পরিষেবা সহ বিভিন্ন পরিষেবায় বাণিজ্য সহজতর করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু উন্নয়নশীল দেশের সদস্য, বিশেষ করে এলডিসিসমূহের সেবাখাতে বাণিজ্য সহজীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

WTO এর ১২তম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে (MC-12) বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

WTO এর ১২তম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে (MC-12) মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী
জনাব টিপু মুনশি, এমপি ও Dr. Ngozi Okonjo-Iweala এর মধ্যকার সাক্ষাৎকার

(৪) এন্টি ডাম্পিং ডিউটি ইনভেস্টিগেশন:

পাট ও পাটজাত পণ্য

ভারতে রপ্তানিকৃত পাট ও পাটজাত পণ্যের এন্টি ডাম্পিং ডিউটির সান সেট রিভিউ ইনভেস্টিগেশনের প্রেক্ষাপটে ভারতের সাথে consultation-এ অংশগ্রহণ, অংশীজন সভা আয়োজন, questionnaire পূরণে পাট কলগুলোকে সহায়তা প্রদান, virtual oral hearing-এ অংশগ্রহণ, post-hearing statements দাখিল ও rejoinder প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভারত সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নিকট পাট ও পাটজাত পণ্যে যেন এ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা না হয় সে জন্য আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে ভারতের Disclosure Statement-এর ওপর comments প্রেরণ করা হয়েছে।

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড

ভারতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের এন্টি ডাম্পিং ডিউটির সান সেট রিভিউ ইনভেস্টিগেশনের প্রেক্ষাপটে ভারতের সাথে consultation-এ অংশগ্রহণ, অংশীজন সভা আয়োজন, virtual oral hearing-এ অংশগ্রহণ, post-hearing statements দাখিল ও rejoinder প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ইনভেস্টিগেশন শেষে ভারত কর্তৃক হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এর ওপর থেকে এন্টি ডাম্পিং ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ক্লিয়ার ফ্লোটগ্লাস

ভারতে রপ্তানিকৃত ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাসে এন্টি ডাম্পিং ডিউটি ইনভেস্টিগেশনের প্রেক্ষাপটে ভারতের সাথে consultation-এ অংশগ্রহণ, অংশীজন সভা আয়োজন, questionnaire পূরণে সহায়তা প্রদান, virtual oral hearing-এ অংশগ্রহণ, post-hearing statements দাখিল ও rejoinder প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫) অন্যান্য কার্যক্রম:

Production Transformation Policy Review (PTPR):

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে OECD কর্তৃক Production Transformation Policy Review (PTPR) এর অংশ হিসেবে OECD Development Centre এর Economic Transformation and Development Division এর প্রধানসহ ৪ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ২২-২৬ মে ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন এবং অংশীজনদের সাথে সভায় মিলিত হন।

(৫) আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ:

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও সহনীয় পর্যায়ে রাখাসহ ভেজালমুক্ত খাবার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন:

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে কোন স্বার্থান্বেষী মহল যাতে দেশে কোনরূপ অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে এবং ভেজালমুক্ত খাবার নিশ্চিতকরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

১. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সিনিয়র সচিব এঁর সভাপতিত্বে ব্যবসায়ী, আমদানিকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত সভাসমূহে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি, চাহিদা নির্ণয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, আমদানির পরিমাণ ও আপদকালীন করণীয় ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা অব্যাহত রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবসা বান্ধব আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যা একই তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত আমদানি নীতি আদেশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত রপ্তানি নীতি প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালনসহ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি;

০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে 'দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা' সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

১৮ মে ২০২২ তারিখে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ২য় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

২. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে বাজার মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে ৪২ টি টিম গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে প্রতিদিন ৪টি করে সপ্তাহে মোট ২৮টি মনিটরিং টিম ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজারে মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বাজার মনিটরিং টিম ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, কোনরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা/ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলে সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জরিমানা ও অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে;

০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে রাজধানীর কাওয়ান বাজারে কিচেন মার্কেট পরিদর্শন শেষে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

৩. দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকাসহ সকল মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এ অধিদপ্তর প্রতি মাসে সারাদেশে ৩০০ এর অধিক বাজার পরিদর্শনমূলক তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ছাড়া ভোজ্যতেলের বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী/ রিফাইনারি মিলসমূহে পাইকারি বাজার ও খুচরা বাজারে তদারকি/ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১০,৬২৫ টি বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন বিভিন্ন অপরাধে ২৫,৬১৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭,৫৮,২২,৯০০/- (সতের কোটি আটান্ন লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া, এ অধিদপ্তর কর্তৃক ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্যাম্পলেট, লিফলেট ও স্টিকার মুদ্রণ এবং বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

০২ মার্চ ২০২২ তারিখে আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, আমদানি, মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন
মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

৪. সমগ্র দেশে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নেতৃত্বে জেলা ও উপজেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত টাস্কফোর্স কমিটি জেলা ও উপজেলা বাজারসমূহে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সকল মোবাইল কোর্ট পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক ভোক্তাদের ওজনে কম না দেয়া, অধিক মুনাফার মানসিকতা পরিহার, দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের তালিকা টাঙ্গানো, খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার রোধ ও বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতারোধে জরিমানা আরোপ করে থাকে;

৫. ভোক্তা পর্যায়ে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক পার্থক্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পাইকারি এবং খুচরা বাজারে পাকা রশিদের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;

৬. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ সকল পণ্যের মূল্য নিয়ে কেউ যেন মনোপলী বা অলিগোপলী অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। ভোজ্য তেলের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহে ঘাটতির কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির সাথে জড়িত থাকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সম্প্রতি ১২ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ মোতাবেক মামলা দায়ের করেছে;

৭. জুলাই' ২০২১ হতে জুন' ২২ মাসে টিসিবি'র মোট উপকারভোগী ৪,৭২,৮১,৯৩১ (চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ একাশি হাজার নয়শত একত্রিশ) টি পরিবারের নিকট সর্বমোট ৬৯,৯০০.৪১৩ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল; ৬২,৯৬২.৪৬৪ মেট্রিক টন চিনি; ৬৮,৩২৪.৭১২ মেট্রিক টন মশুর ডাল; ১৭,০৩০.৩৯৩ মেট্রিক টন পেঁয়াজ; ২০,৩৩১.৫২৪ মেট্রিক টন ছোলা এবং ৭৭৯.০৫০ মেট্রিক টন খেজুর ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। এর মধ্যে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে সরকার সমগ্র বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত) জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে উপকারভোগী বাছাইয়ের মাধ্যমে একটি তালিকা প্রণয়ন করে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের ০১ (এক) কোটি পরিবারের নিকট ১ম বার রমজান শুরুর আগে ২০-৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত এবং ২য় বার রমজানের মাঝামাঝি সময়ে ০৩-২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ০২ (দুই) বার টিসিবি'র পণ্যসামগ্রী ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পবিত্র রমজানের পরে এবং ঈদুল আযহার পূর্বে তালিকা প্রণয়ন এবং ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ০৩ (তিন) সিটি কর্পোরেশনে রমজানের পূর্বে ০১ (এক) বার এবং রমজানের মাঝামাঝি ০১ (এক) বার মোট ০২ (দুই) বার ট্রাকসেলের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবি'র পণ্য বিক্রি করা হয়েছে।

এ সকল পণ্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে সমগ্র বাংলাদেশে (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসহ) টিসিবির ডিলারদের স্থায়ী দোকান থেকে টিসিবি'র নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বিক্রি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসে টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডধারী প্রত্যেক পরিবারকে ০২ (দুই) বার করে ০২ লিটার সয়াবিন তেল, ০২ কেজি চিনি এবং ০২ কেজি মশুর ডাল সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রি করা হয়। এর ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ বিনা ভোগান্তিতে নির্দিষ্ট সময়ে ফ্যামিলি কার্ড প্রদর্শন করে পণ্য বুঝে পেয়েছে; যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য, বাজার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রতি মাসে টিসিবি কর্তৃক সাশ্রয়ী মূল্যে পেঁয়াজসহ অন্যান্য পণ্য টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে বিক্রি করা হচ্ছে।

১৮ মার্চ ২০২২ তারিখে ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য সরবরাহ কার্যক্রম বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

৮. পেঁয়াজ আমদানির জন্য আমদানি উন্মুক্ত করা হয়েছে; এবং

৯. ভোজ্য তেলের দাম কমানোর জন্য আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সারাদেশে পরিচালিত ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের কিছু আলোকচিত্র:

০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে বিক্রিত পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

২০ মার্চ ২০২২ তারিখে পঞ্চগড়ে ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় রেলমন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম সুজন, এমপি

২০ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুরে কাউনিয়া উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে বিক্রিত পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ.এইচ.এম সফিকুজ্জামান

২৬ জুন ২০২২ তারিখে গোপালগঞ্জে ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব এস. এম. রফিকুল ইসলাম

কিশোরগঞ্জে ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব মোহাম্মদ শামীম আলম, জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ

ঝিনাইদহের ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব মনিরা বেগম, জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহের ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব মনিরা বেগম, জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ

মাদারীপুরে ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির বিক্রিত পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ সেলিম হোসেন

(৬) ট্রেড সার্পোট মেজার্স অনুবিভাগ (টিএসএম উইং):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান জোরদারকরণের লক্ষ্যে এবং বাণিজ্য প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য বাণিজ্য নীতি তথা সরকারের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমুখী নীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিশ্লেষণধর্মী কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স অনুবিভাগ গঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে আন্তর্জাতিক অবস্থান নির্মাণ করেন। জাতির পিতার তৈরি করা সে পথ অনুসরণ করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের মূল উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সাল হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার সরকার রূপকল্প ২০২১ সহ উন্নয়নমুখী নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ এ পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পাঁচ বছরের ট্রানজিশন পিরিয়ডসহ সুপারিশ প্রাপ্ত হয় অর্থ্যাৎ ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে চূড়ান্ত উত্তরণ হবে। কিন্তু উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জন্য কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা এবং একই সাথে কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত সম্ভাবনাসমূহকে কাজে লাগানো ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ায় প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির অধীনে ৭টি বিষয়ভিত্তিক সাব-কমিটি/উপকমিটির মধ্যে ১নং সাব-কমিটি Preferential Market Access & Trade Agreement ও ৩নং সাব-কমিটি WTO Issues (Other than market access & TRIPS) এর কার্যক্রম সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স অনুবিভাগ হতে সম্পাদন করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ বিষয়ক গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির এবং বিভিন্ন সাব-কমিটির দিকনির্দেশনা অনুসরণমূলক কার্যক্রমও ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হচ্ছে। মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলপত্রে (8th Five Year Plan, Perspective Plan 2040, Delta Plan 2100 ইত্যাদি) বর্ণিত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ বিষয়ক নির্দেশনার আলোকে যাবতীয় কার্যাবলী এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধানে কৌশল্ প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম এ অনুবিভাগের আওতাভুক্ত।

এছাড়াও, ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স অনুবিভাগ হতে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ বিষয়ক কার্যক্রম/সভা/সেমিনার ইত্যাদিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রতিনিধিত্ব করা, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের উপর গবেষণামূলক কার্যক্রম, Trade and Environment সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, World Economic Forum, UNCTAD, OECD, G-77, UNFCC এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক/ বহুপাক্ষিক সংস্থায় বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী, বাংলাদেশে ব্যবসা সহজীকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী, এসডিজি সংক্রান্ত কার্যাবলী, তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ ও তদারকিকরণ এবং তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং বাণিজ্যের সাথে পরিবেশ ও জলবায়ুর সম্পৃক্ততাও এই অনুবিভাগের আওতাভুক্ত।

ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স অনুবিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

(১) স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুত, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন গঠিত বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন ১নং ও ৩নং সাব-কমিটির কার্যক্রম:

স্বল্পোন্নত দেশ হতে টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত কল্পে এবং উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত ব্যাপক ভিত্তিক রোড ম্যাপ তৈরীর লক্ষ্যে সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির আওতায় ৭টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় "Preferential Market Access & Trade Agreement" ও "WTO Issues (Other than market access & TRIPS)" সংক্রান্ত বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসহ কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য ০২টি Sub-Committee গঠন করা হয়েছে। সাব-কমিটি দ্বয় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসহ দুটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন করেছে। উক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রেড সাপোর্ট মেজারস উইং (টি এস এম উইং) হতে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ সুবিধা উত্তরণ পরবর্তী সময়ও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যেন অব্যাহত থাকে সেলক্ষ্যে ইউ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে নেগোশিয়েশন অব্যাহত রয়েছে। উক্ত নেগসিয়েশনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারগণের সাথে মুক্ত বাণিজ্য/অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ভুটান ডি-৮ এবং TPS-OIC এর সাথে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। সিংগাপুর, ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান এর সাথে অগ্রাধিকার/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরুকরা হয়েছে। এ ছাড়া উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতির আলোকে WTO. AOA. TRIPS Agreement সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন এর বিধিবিধান প্রতিপালন ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ সুবিধা যথাযথভাবে গ্রহণপূর্বক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে এ মন্ত্রণালয় হতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত Support to Sustainable Graduation Project (SSGP) এর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রলালয় সম্পর্কিত ক্লাস্টার-A এবং ক্লাস্টর-B এ অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার ও পণ্য বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত স্টাটি সমূহের ToR প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে আগারগাঁও-এ অবস্থিত পর্যটন ভবনে অনুষ্ঠিত "LDC Graduation Challenges: Preferential Market Access & Trade Agreement and WTO Issues (other than Market Access and TRIPS)" শীর্ষক ওয়াকর্শপে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

(২) UN-CDP কর্তৃক প্রস্তাবিত LDC Sustainable Graduation Support Facility (SGSF) এর আওতায় Support এর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রস্তুত:

UN-CDP কর্তৃক প্রস্তবিত ০৬টি Service Offering Line (SOL) এর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট SOL/Sub-SOL সমূহের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তুতপূর্বক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে কিয়দংশ সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক ইআরডি SOL/Sub-SOL এর আওতায় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছে যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়িত হবে।

(৩) Sustainable Development Goals (SDGs) সংক্রান্ত কার্যক্রম:

Second National Conference on SDG Implementation Review এর জন্য এই অনুবিভাগ হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের SDG এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

(৪) Local Consultative Working Group (LCG) সংক্রান্ত কার্যাবলী:

Local Consultative Working Group (LCG- WG) on Private Sector Development and Trade পুর্নগঠন ও এর ToR প্রস্তুত করা হয়েছে। গঠিত ToR এর আলোকে উন্নয়ন সহযোগী, প্রাইভেট সেক্টর, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সেবা নির্ভর তথ্য প্রযুক্তির আদান প্রদান ও প্রাইভেট সেক্টরের প্রযুক্তি নির্ভর বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা প্রদান করতে সমর্থ হবে।

(৭) পরিকল্পনা সেল:

গৃহীত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসমূচি (আরএডিপি)'তে বাংলাদেশ সরকার/নিজস্ব তহবিল/প্রকল্প সাহায্যপুষ্ট এবং নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট ১১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যার মধ্যে ০৭ টি বিনিয়োগ ও ০৪ টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে আলোচ্য অর্থবছরে ১১৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি ৩২.৬৭ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৭৬.৮৬ কোটি টাকা এবং নিজস্ব ৬.৯৪ কোটি টাকা। জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে জিওবি/নিজস্ব তহবিল/পিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৫.৬৬ কোটি টাকার বিপরীতে ১০৪.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯০.৫০%। তাছাড়া, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ০.৮২ কোটি টাকার বিপরীতে ০.৭৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯০.১০%। সার্বিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ের ১১ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৬.৪৮ কোটি টাকার বিপরীতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৫.৪১ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯০.৫০%।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ হলো:

১. বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ (১ম সংশোধন): ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত "বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ- চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার" এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত এক্সিবিশন সেন্টারে ১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে মাসব্যাপী ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২২ প্রথম বারের মত আয়োজন করা হয়েছে।

পূর্বাচলে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার

নির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের ছবি

২. এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (১ম সংশোধন): এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্পের মাধ্যমে ০৪ টি টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়; যথা ১) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা খাত ও সংশ্লিষ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতসমূহের জন্য বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে Center of Excellence for Engineering and Technology (CEET) সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; ২) হালকা প্রকৌশল এবং প্লাস্টিকস খাত ও সংশ্লিষ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতসমূহের জন্য বিসিক ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ এ International Institute of General Engineering and Technology (IIGET) সেন্টার স্থাপন করা হবে; ৩) গাজীপুরে (কাশিমপুর) 'Bangabandhu Design & Technology Center for Leathergoods and Footwear (BDTCLF)' এবং ৪) চট্টগ্রামের মিরেরসরাইয়ে 'Sheikh Rasel Institute of General Engineering and Technology (SRIGET)' সেন্টার স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

EC4J প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে টেকনোলজি সেন্টারের সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ কাজ চলমান

৩. বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (২য় সংশোধন): বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ এর আওতায় ৪৫ টি ব্যাচে (সরকারি কর্মকর্তাদের ০৬ ব্যাচ এবং নারী উদ্যোক্তাদের ৩৯ ব্যাচ) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি, "বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি পজেক্ট-১" এর মাধ্যমে "Diagnostic Studies to Assess Female Traders and Entreperneurs Export Potential in the Cut Flower Sub-sector" এবং "Review and Reforming the Bangladesh Land Port Authority Act, 2001" বিষয়ে ০২টি সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়;

৪. টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধন): পচনশীল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা, আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের আওতায় ৬ টি (চট্টগ্রামে ২ টি, সিলেটে ২ টি এবং রংপুরে ২ টি) গুদাম নির্মাণ ও ২ টি (সিলেটে ১ টি এবং রংপুরে ১ টি) অফিস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৫. এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস (২য় সংশোধন): বান্দরবান জেলার সদর, রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় ১৬ লক্ষ চায়ের চারা উৎপাদন ও চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ, চা ফ্যাক্টরি স্থাপন এবং সেচ যন্ত্র ক্রয় করা। অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ পণ্য/ব্যবসা Diversification করা;

৬.ফিজিবিলিটি স্টাডি অন এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস অব এগ্রো-প্রোডাক্টস এ্যান্ড জুটগুডস (ECAJ) অব বাংলাদেশ: ভিশন ২০৪১ কে মূল লক্ষ্যে রেখে কৃষি পণ্য উদ্ভাবনসমূহের রপ্তানি প্রতিযোগিতা টিকিয়ে রাখার জন্য ২০ বছরের খসড়া মাস্টার প্ল্যানসহ প্রকল্পের কম্পোনেন্টগুলোকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

৭. ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো (১ম সংশোধন): ই-কমার্সে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়ব" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয় যার মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।প্রকল্প জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭৪০০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ২৯৬ টি ব্যাচে ৭৪০০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৮. এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (টিয়ার-২) (১ম সংশোধন): রপ্তানিতে শুধু গার্মেন্টস শিল্পের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বাজারের নতুন নতুন ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্যোগের অংশ হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Export Diversification and Competitiveness Development Project (TIER-II)' শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক Active Pharmaceutical Ingredient (API) বিষয়ের ওপর অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্য বহুমুখীকরণ ও বৃদ্ধিকরণের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এ সম্ভাবনার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরীর লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Export Diversification and Competitiveness Development Project (Tier-II) প্রকল্পের আওতায় রপ্তানি বাণিজ্য বহুমুখীকরণ ও বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত hands-on প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, এ প্রকল্পের আওতায় High-end RMG-এর জন্য BGMEA-এর কার্যালয়ে একটি Innovation Centre স্থাপনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করছে;

৯. ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট (২য় সংশোধন): চা চারা উৎপাদন, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং চা চাষীদের উদ্বুদ্ধকরার কাজ চলমান রয়েছে;

১০. ডায়াগনোস্টিক ট্রেড ইন্ট্রিগ্রেশন স্টাডি আপডেট অব বাংলাদেশ: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় "Diagnostic Trade Integration Study Update (DTISU) of Bangladesh: Trade Roadmap for Sustainable Graduation (TRSG)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এলডিসি দেশ থেকে টেকসই উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত মূল চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিতকরণ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। রেডিমেইড গার্মেন্টস, নীটওয়্যার, প্লাস্টিক পণ্য, চামড়া শিল্প, জাহাজ নির্মাণসহ ১২টি খাতে বাণিজ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট ট্রেড রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হবে। এক বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটির অর্থায়ন করছে Enhanced Integrated Framework (EIF)। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লিখিত ১২টি খাতে সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত হলে তার ভিত্তিতে সম্ভাব্য নীতি নির্ধারণ করা সহজতর হবে।

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সাথে সফররত EIF এর প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এঁর সাথে সফররত EIF এর প্রতিনিধি দলের মতবিনিময়

১১. বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প: দুই জন কর্মকর্তার মাস্টার্স, তিন জন কর্মকর্তার ডিপ্লোমা, দশ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত নয়টি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত ০৫ টি গবেষণা সম্পাদন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৮) ডিজিটাল কমার্স (ই-কমার্স) সেল:

ডিজিটাল কমার্স সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নে ও এ সেক্টরের সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ:

১. ডিজিটাল কমার্স সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

- বাংলাদেশের অনলাইন নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ডকে আইনী কাঠামোর আওতায় আনার জন্য গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে; যা ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এই নীতিমালাকে যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে সর্বশেষ ২০২০ সালে সংশোধন করে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স (সংশোধিত) নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে; যা ২২ জুন ২০২০ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে;
- উক্ত নীতিমালার ৩.১.১ এ ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা প্রতিপালনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় কমার্স সেল গঠন করার নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কমার্স সেল নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে;
- করোনাকালীন সময়ে ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতারণা বন্ধের নিমিত্তে ৪ জুলাই ২০২১ তারিখে ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা-২০২১ জারি করা হয়েছে;
- ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহ তদারকি ও পরিবীক্ষণের আওতায় আনয়ন এবং ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের সাম্প্রতিক অনৈতিক ব্যবসার ফলে যে সকল ভোক্তা প্রতারিত হয়েছেন তাদের অধিকার সুরক্ষার নিমিত্তে ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা-২০২১ এর ৩.১.১২ ও ৩.১.১৩ নং নির্দেশনার আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (ডিবিআইডি) নিবন্ধন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। অনলাইনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহকে www.mygov.bd এর মাধ্যমে অনলাইনে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) বরাবর আবেদন করে ডিবিআইডি নিতে হবে। ডিবিআইডি'র জন্য আবেদন ও ইস্যু করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ২৯ জুন ২০২২ তারিখে 'ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (ডিবিআইডি) নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০২২' জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ জুলাই ২০২২ তারিখে উক্ত নিবন্ধন নির্দেশিকা গেজেট প্রকাশিত হয়েছে;
- বিভিন্ন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের প্রতারিত গ্রাহকের আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেয়া, ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান গুলোর নিবন্ধনের নিমিত্তে Digital Business Identification (DBID) দেয়া, বিদ্যমান আইন সমূহের সীমাবদ্ধতা এবং ঘাটতি বিশ্লেষণ (Gap Analysis) করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা, Cross-Border ই-কমার্স নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম এবং ই-কমার্স নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করছে;

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ডিজিটাল কমার্স-এর সার্বিক বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভা ও ই-কমার্স পরিচালনার জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন DBID অ্যাপস এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। উক্ত সভায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন

২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি, এর সভাপতিত্বে ডিজিটাল কমার্স ব্যবসায় সাম্প্রতিক সমস্যার বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য একটি জরুরী আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিজিটাল কমার্স সেক্টরের জন্য ডিজিটাল কমার্স আইন প্রণয়ন এবং একটি কর্তৃপক্ষের কাঠামো ও তার কার্যপ্রণালী নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কমিটি ইতোমধ্যে বিদ্যমান আইন কানুন পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু করেছে। একই সভায় এসক্রো সার্ভিস এবং পেমেন্ট গেটওয়েগুলোতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ডিজিটাল কমার্স ব্যবসায় সাম্প্রতিক সমস্যা বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। উক্ত সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন

- ২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি, এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সকল ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে নিবন্ধনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য A2I কে একটি ডিবিআইডি প্লাটফরম তৈরির দায়িত্ব দেয়া হলে A2I যথাসময়ে তা প্রস্তুত করে এবং গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে তা উদ্বোধন করা হয়েছে। এ প্লাটফরমের মাধ্যমে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৩০৪ টি প্রতিষ্ঠান ডিবিআইডি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে। এদের মধ্যে ৩৮১ টি প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত তথ্য যাচায়ান্তে ডিবিআইডি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, উক্ত সভায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অনিয়মের নজরদারির পদ্ধতি, Central Complaints Management System (CCMS) এবং Central Logistics Tracking Platform (CLTP) তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার এসকল সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং
- ডিজিটাল কমার্স সেক্টরে প্রতারিত গ্রাহকের আটকে থাকা অর্থ ফেরতের কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১৩ টি ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানের ১৩১৭৪ জন গ্রাহকের ১৪০,৪২,৭০,৪৩৬/- (একশত চল্লিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশত ছত্রিশ) টাকা বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে হতে ফেরত দেয়া হয়েছে।

২. ডিজিটাল কমার্স সেক্টর সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ:

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ডিজিটাল কমার্সকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। ডিজিটাল কমার্স সেক্টরে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়ব" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭৪০০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ইতোমধ্যে ২৯৬ টি ব্যাচে ৭৪০০ জন উদ্যেক্তাকে ডিজিটাল কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ডিজিটাল কমার্স খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে যা পরবর্তীতে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ২০২০ সালে সংশোধন করা হয়েছে;
- এবং ডিজিটাল কমার্স সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যাদি দূর করার জন্য কারিগরি কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, কর্তৃপক্ষ গঠণ ও আইন প্রণয়ন কমিটি, ক্রস-বর্ডার ই-কমার্স পলিসি প্রণয়ন কমিটির সভাসহ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এধরণের প্রায় ৪০ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৯) মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর দপ্তর:

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন বিশেষ করে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিসমূহ এবং দেশভিত্তিক বিভিন্ন এসোসিয়েশনসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-এর অধীন মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাপী/জেলা ভিত্তিক উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর অনুকূলে এ অনুবিভাগ হতে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ সংগঠনসমূহের কার্যকর ভূমিকা পালনসহ নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর কার্যালয় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে:

- বাণিজ্য সংগঠন উইং থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৭ (সতের)টি বাণিজ্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠান-কে বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;

- ০৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে যা ১৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ আইনে পরিচালক পদটি মহাপরিচালক পদে (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার) উন্নীত করা হয়েছে;

- খসড়া কোম্পানি আইন, ২০২২ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জুন, ২০২২ পর্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনের সংখ্যা ৯৩৮টি। এদের মধ্যে মোট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা ১২৯টি, পেশাজীবি গ্রুপ/মালিক গ্রুপের সংখ্যা ১৮৭টি, বাংলাদেশ ভিত্তিক এসোসিয়েশন-এর সংখ্যা ৪৫২ টি এবং কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ২৮ ধারার লাইসেন্স প্রাপ্ত অলাভজনক সংগঠন-এর সংখ্যা ১৭০টি; এবং

- ১২৯ টি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-১টি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি-১টি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-৭টি, উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-১৮টি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সংখ্যা ৬৪টি, উপজেলা চেম্বার এর সংখ্যা ২ (দুই)টি (ভৈরব, বিয়ানী বাজার), যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সংখ্যা ৩৬টি।

(১০) মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীসহ বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর লোগো ব্যবহার: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত/ব্যবহৃত চিঠিপত্র, ব্যানার, ফোল্ডারে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর লোগো ব্যবহার;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সহায়তায় ১৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালিত হয়। এ দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এর পাশাপাশি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর আলোচনা সভা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার আয়োজন করা হয়;

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির-৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

- শেখ রাসেল এঁর জন্মদিন উদযাপন: ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সাড়ম্বর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়;

১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এঁর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এঁর উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি।

• Bangladesh Trade and Investment Summit 2021: স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত এতদসংক্রান্তে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) দিনব্যাপী 'Bangladesh Trade and Investment Summit 2021' শীর্ষক সামিট আয়োজন করা হয়। উক্ত সামিট আয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। ০৭ (সাত) দিনব্যাপী সামিটে ০৫ (পাঁচ) টি মহাদেশের ৩৮ (আটত্রিশ) টি দেশ যার মধ্যে এশিয়ার ২৫ (পঁচিশ) টি, আফ্রিকার ০৬ (ছয়) টি, ইউরোপের ০৫ (পাঁচ) টি, উত্তর আমেরিকার ০১ (এক) টি এবং দক্ষিণ আমেরিকার ০১ (এক) টি দেশের ২৭১ টি বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ৫৫২টি দেশি-বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত হয়।

গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গণভবন প্রান্ত হতে Bangladesh Trade and Investment Summit 2021 ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন এবং সম্মেলনের বিশেষ অতিথি ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা; জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; জনাব জসিম উদ্দন, সভাপতি, এফবিসিসিআই; এবং জনাব রিজওয়ান রহমান, সভাপতি, ডিসিসিআই; গণভবনের অপর প্রান্তের ভেন্যু হিসেবে নির্ধারিত, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) হতে সংযুক্ত হয়ে সামিটে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নীতি- নির্ধারক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের সফল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, দেশি/বিদেশি শীর্ষ স্থানীয় বিনিয়োগকারী, বাণিজ্য বিশ্লেষক, অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ, বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Bangladesh Trade and Investment Summit 2021 এর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা Bangladesh Trade and Investment Summit 2021 ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

• Expo 2020 Dubai-তে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় Expo 2020 Dubai-তে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে উদযাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অগ্রগতি, সাফল্য এবং বাণিজ্য সম্ভাবনা যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল, ডকুমেন্টারি, রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। এক্সপোতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২), ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ ২০২২), বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী (১৭ মার্চ ২০২২), বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ ২০২২) বিশেষভাবে পালিত হয়েছে;

• ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ ২০২২ জাতীয় দিবস উদযাপন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ ২০২২ জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি-এর আয়োজন করা হয়;

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ ২০২২ জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির-৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

• ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২২ উদযাপন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতায় ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে টিসিবি ভবনের ২য় তলায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মভিত্তিক আলোক চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "শিশুদের বঙ্গবন্ধু" এবং "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ"। পরবর্তীতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়;

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস- ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির-৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর র হমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

• "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে ১টি প্রতিষ্ঠানকে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে এবং ৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ভার্চুয়ালি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারককে সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে প্রথম বারের মত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নামে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান করা হয়;

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এঁর সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের/ সংস্থার রাষ্ট্রদূত/প্রতিনিধি সাক্ষাত করেছেন- এ রকম সাক্ষাতের কিছু আলোকচিত্র

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের তাঁর অফিসকক্ষে ঢাকা সফররত মালয়েশিয়ার Plantation Industries and Commodities মন্ত্রী Zuraida Kamaruddin সাক্ষাৎ করেন

২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ভিকেনতেভিচ মান্তিস্কি (Alexander Vikentyevich Mantytskiy) সাক্ষাৎ করেন

০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার Benoit Prefontaine বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন

৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ভারতের হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন

১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সাক্ষাৎ করেন

০৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত Alexander Vikentyevich Mantytskiy সাক্ষাৎ করেন

০৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে জার্মানির রাষ্ট্রদূত Achim Tooster সাক্ষাৎ করেন

১৩ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত Lee jang-keun সাক্ষাৎ করেন

১১ মে ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে কানাডার হাইকমিশনার ড.লিলি নিকোলস সাক্ষাৎ করেন

১৮ মে ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার Derek Loh সাক্ষাৎ করেন

০৮ জুন ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে ঢাকায় তাঁর সরকারি বাসভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিনল্যান্ডের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত Ritva Koukku-Ronde সাক্ষাৎ করেন

০৮ জুন ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এঁর সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার Jeremy Bruer সাক্ষাৎ করেন